36442 - ঈদরে আদবসমূহ

প্রশ্ন

কোন কোন সুন্নত ও আদবগুলো আমরা ঈদরে দনি পালন করতে পারি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ঈদরে দনি একজন মুসলমি যে সুন্নতগুলো পালন করতে পারনে সগেুলো নম্নিরূপ:

১। নামাযে যাওয়ার আগে গোসল করা:

মুয়াত্তা ও অন্যান্য গ্রন্থে সহহি সনদে বর্ণতি হয়ছে যে, আব্দুল্লাহ্ বনি উমর (রাঃ) ঈদরে দনি ঈদগাহে যাওয়ার আগে গোসল করতনে।[মুয়াত্তা (৪২৮)]

ইমাম নববী (রহঃ) ঈদরে নামাযরে জন্য গোসল করা মুস্তাহাব মর্মে আলমেদরে মতক্যে উল্লখে করছেনে।

যে কারণে জুমার নামায ও অন্যান্য সাধারণ সম্মলিনরে জন্য গোসল করা মুস্তাহাব ঠকি একই কারণ ঈদরে ক্ষত্রেওে পাওয়া যায়। বরং ঈদরে ক্ষত্রেে সে কারণটি আরও বশেি স্পষ্ট।

২। ঈদুল ফতিররে নামাযে যাওয়ার আগে কছিু খাওয়া এবং ঈদুল আযহার নামাযরে পরে খাওয়া:

ঈদুল ফতিররে নামাযে যাওয়ার আগে কছিু খজেুর খয়েে যাওয়া অন্যতম একটি শষ্টিাচার। যহেতেু সহহি বুখারীতে আনাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি হয়ছে যে, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়কেটি খজেুর খয়েে ঈদগাহে যতেনে...। তনিি বজেোড় সংখ্যক খজেুর খতেনে।[সহহি বুখারী (৯৫৩)]

নামাযে যাওয়ার আগে খাওয়া মুস্তাহাব এই কারণে যাতে করে সইে দনিে রোযা রাখা নষিদ্ধি হওয়ার উপর তাগদি দওেয়া যায় এবং পানাহার করা ও রোযা সমাপ্তরি ঘোষণা দওেয়া যায়।

ইবনে হাজার (রহঃ) এর কারণ ব্যাখ্যা করছেনে এভাবে যাতে করে রোযার সংখ্যা বৃদ্ধরি পথ রুদ্ধ করে দওেয়া যায় এবং এর মাধ্যমে অবলিম্বে আল্লাহ্র নর্দিশে পালন পাওয়া যায়।[ফাতহুল বারী (২/৪৪৬)]

কারো কাছে যদি খেজুর না থাকে তাহলে সে যেন অন্য হালাল কিছু খেয়ে নেয়।

আর ঈদুল আযহার ক্ষেত্রে নামায থেকে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত কোন কিছু না খাওয়া মুস্তাহাব। নামায থেকে ফিরে এসে কোরবানীর গোশত খাবে; যদি সে কোরবানী দিয়ে থাকে। আর কোরবানী না দিলে নামাযের আগে খেতে কোন অসুবিধা নেই।

৩। ঈদের দিনে তাকবীর দেওয়া:

এটি ঈদের দিনের মহান সুন্নত। দলিল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী: "তিনি চান তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি যে তোমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন সে জন্য তাকবির উচ্চারণ কর (আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর) এবং যাতে তোমরা শোকর কর।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৫]

ওয়ালিদ বিন মুসলিম বলেন: আমি আওযায়ি ও মালেক বিন আনাসকে দুই ঈদের দিন উচ্চস্বরে তাকবির দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তাঁরা উভয়ে বলেছেন: হ্যাঁ। আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) ঈদুল ফিতরের দিন ইমাম আসার আগ পর্যন্ত উচ্চস্বরে তাকবির দিতেন।

আবু আব্দুর রহমান আস্-সুলামি থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: "তাঁরা ঈদুল আযহার তাকবিরের চেয়ে ঈদুল ফিতরের ব্যাপারে বেশি কঠোর ছিলেন।" একী বলেন: বুঝাতে চাচ্ছেন: তাকবিরের ব্যাপারে।[দেখুন: ইরওয়াউল গালিল (৩/১২২)]

দ্বারা কুতনী ও অন্যান্য গ্রন্থাকার বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে উমর (রাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন সকালে বের হয়ে ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর দিতে থাকতেন। এরপরও ইমাম আসার আগ পর্যন্ত তাকবীর দিতে থাকতেন।

ইবনে আবু শাইবা সহিহ সনদে যুহরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: লোকেরা ঈদের সময় যখন তাদের ঘর থেকে বের হত তখন থেকে ঈদগাহে আসা পর্যন্ত এবং ইমাম আসা পর্যন্ত তাকবীর দিতে থাকত। যখন ইমাম এসে যেত তখন সবাই চুপ হয়ে যেত। ইমাম যখন তাকবীর দিতেন তখন তারাও তাকবীর দিতেন।[দেখুন: ইরওয়াউল গালিল (২/১২১)]

ঘর থেকে বের হওয়া থেকে শুরু করে ঈদগাহে আসা পর্যন্ত ও ইমাম আসা পর্যন্ত তাকবীর দেওয়ার বিষয়টি সালাফদের মাঝে মশহুর ছিল। একদল গ্রন্থাকার এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। যেমন- ইবনে আবু শাইবা, আব্দুর রাজ্জাক, ফিরিইয়াবি 'আহকামুল ঈদাইন' গ্রন্থে একদল সালাফ থেকে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাগুলোর মধ্যে রয়েছে যে, নাফে বিন জুবাইর নিজে তাকবীর দিতেন এবং লোকদের তাকবীর না দেওয়া দেখে বিস্মিত হয়ে বলতেন: আপনারা কি তাকবীর দিবেন না?

ইবনে শিহাব আয-যুহরী বলেন: লোকেরা বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় থেকে ইমাম আসার আগ পর্যন্ত তাকবীর দিতেন।

ঈদুল ফিতরের তাকবীর দেওয়ার সময় হচ্ছে- ঈদের রাত থেকে শুরু করে ঈদের নামাযের ইমাম হাযির হওয়া পর্যন্ত।

আর ঈদুল আযহার তাকবীর জলিহজ্জ মাসরে প্রথম দনি থকেে তাশরকিরে সর্বশষে দনি সূর্য ডোবা পর্যন্ত।

তাকবীর দওেয়ার পদ্ধতি:

মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাতে সহহি সনদে ইবনে মাসউদ (রাঃ) থকেে উদ্ধৃত হয়ছেে য, তনিি তাশরকিরে দনিগুলোতে এভাবে তাকবরি দতিনে:

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

(উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লল্লিাহলি হামদ)(অনুবাদ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নইে। আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।)[ইবনে আবি শাইবা অন্যস্থানে একই সনদে 'তাকবরি' তনিবার দওেয়ার বর্ণনা উল্লখে করছেনে]

আল-মুহামলি সহহি সনদে ইবনে মাসউদ (রাঃ) থকেে বর্ণনা করছেনে:

الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً الله أكبر وأجلّ ، الله أكبر ولله الحمد

(উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার কাবরিা। আল্লাহু আকবার কাবরিা। আল্লাহু আকবার ওয়া আজাল্ল। আল্লাহু আকবার ওয়া লল্লিাহলি হামদ)। (অনুবাদ: আল্লাহ সবচয়েে বড় অতীব বড়। আল্লাহ সবচয়েে বড় অতীব বড়। আল্লাহ সবচয়েে বড় ও সম্মানতি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।)[দখেুন: আল-ইরওয়া (৩/১২৬)]

৪। শুভচ্ছো বনিমিয় করা:

ঈদরে শষ্টিাচাররে মধ্যে রয়ছেে পরস্পররে মাঝে উত্তম পদ্ধততিে শুভচ্ছো বনিমিয় করা। সে শুভচ্ছোর ভাষা যে ধরণরেই হোক না কনে। যমেন কউে কউে বলনে: تقبل الله منا ومنكم (তাকাব্বালাল্লাহু মন্নিা ওয়া মনিকুম)(অনুবাদ: আল্লাহ্ আমাদরে ও আপনাদরে নকে আমলগুলো কবুল করে ননি)। কংিবা عيد مبارك (ঈদ মোবারক) কংিবা এ ধরণরে অন্য যে কোন বধৈ ভাষায়।

জুবাইর বনি নুফাইর থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, ঈদরে দনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীবর্গ যখন একে অপররে সাথে সাক্ষাত করতনে তখন বলতনে: تُقُبِّل منا ومنك (তুকুব্বলিা মন্নিা ও মনিকা) (অনুবাদ: আমাদরে আমল ও আপনার আমল কবুল হোক)। ইবনে হাজার বলনে: এর সনদ সহহি।[আল-ফাতহ (২/৪৪৬)]

সাহাবায়ে করোমরে মাঝে শুভচ্ছোজ্ঞাপনরে প্রথা চালু ছলি। ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য আলমেগণ এ ক্ষত্রেে রুখসত (ছাড়) দয়িছেনে।

এমন কছিু বর্ণনা রয়ছেে যা বভিন্নি উপলক্ষে শুভচ্ছোজ্ঞাপন শরয়িতসম্মত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আনন্দদায়ক কছিু ঘটলে সাহাবায়ে করোম পরস্পরকে শুভচ্ছো জ্ঞাপনরে উদাহরণ হচ্ছ-ে আল্লাহ্ যখন কোন এক ব্যক্তরি তাওবা কবুল করলনে তখন তারা উঠে এ উপলক্ষে তাকে শুভচ্ছো জানালনে।

নঃিসন্দহেে এ ধরণরে শুভচ্ছোজ্ঞাপন উন্নত আখলাক ও মুসলমি সমাজরে সুন্দর রীতগিুলোর অন্তর্ভুক্ত। শুভচ্ছোজ্ঞাপনরে ব্যাপারে নদিনেপক্ষে এতটুকু বলতে হবে য,ে কউে যদি আপনাকে ঈদ উপলক্ষে শুভচ্ছো জানায় তাহলে আপনওি তাকে শুভচ্ছো জানান। আর কউে যদি চুপ থাকে আপনওি চুপ থাকতে পারনে; যমেনটি বলছেনে ইমাম আহমাদ (রহঃ): যদি কউে আমাকে শুভচ্ছো জানায় আমি এর প্রত্যুত্তর দইি; তবে আমি শুরুতে শুভচ্ছো জানাই না।

৫। ঈদ উপলক্ষে সুন্দর পোশাকাদি পরধিান করা:

আব্দুল্লাহ্ বনি উমর (রাঃ) বলনে: একবার উমর (রাঃ) রশেমরে তরৈী একটি জুব্বা, যা বাজারে বক্রিরি জন্য তোলা হয়ছেলি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে নয়িে এসে বললনে: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি এ জুব্বাটি কনিুন; ঈদরে সময় ও প্রতনিধিি দলরে সাথে সাক্ষাতরে সময় এ সুন্দর পোশাকটি পরবনে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললনে: "এটি এমন ব্যক্তরি পোশাক যার কোন ভাগ বা অংশ নইে (অর্থাৎ তাকওয়া ও সওয়াবরে)।"[সহহি বুখারী (৯৪৮)]

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদ উপলক্ষে সুন্দর পোশাক পরার ব্যাপারে সম্মতি দয়িছেনে। কন্তিু তনিি এ জুব্বা কনিতে সম্মতি দনেনি; যহেতেু সটেি ছলি রশেমরে তরৈী জুব্বা।

জাবরে (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে য,ে তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে এমন একটি জুব্বা ছলি যটো তনিি দুই ঈদরে সময় ও জুমার দনি পরতনে।[সহহি ইবনে খুযাইমা (১৭৬৫)]

ইমাম বাইহাকী সহহি সনদে বর্ণনা করনে য,ে ইবনে উমর (রাঃ) ঈদরে জন্য তার সবচয়েে সুন্দর পোশাকটি পরতনে।

তাই্ য কোন ব্যক্তরি উচতি হচ্ছে ঈদরে নামাযে যাওয়ার সময় নজিরে যে পোশাকটি সবচয়েে সুন্দর সটো পরে যাওয়া।

তবে, নারীরা যখন নামাযে যাবনে তখন সাজসজ্জা গ্রহণ করা থকেে বরিত থাকবনে। যহেতেু বগোনা পুরুষদরে কাছে নজিদেরে সৌন্দর্য প্রকাশ করা থকেে তাদরেকে নষিধে করা হয়ছে।ে অনুরূপভাবে যে নারী ঈদরে নামাযে যতেে চায় তার জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা কংিবা পুরুষদরেকে আকৃষ্ট করাও হারাম। কনেনা তনিি ইবাদতরে উদ্দশ্যে ছাড়া অন্য কোন উদ্দশ্যে বরে হননি।

৬। নামাযরে জন্য এক রাস্তা দয়িে যাওয়া অন্য রাস্তা দয়িে ফরেত আসা:

জাবরে বনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদরে দনি ভন্নি ভন্নি রাস্তা ব্যবহার করতনে।[সহহি বুখারী (৯৮৬)]

এ আমলরে হকেমত সম্পর্কে বলা হয় যাতে করে কয়িামতরে দনি উভয় রাস্তা আল্লাহ্র কাছে তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দয়ে। কয়িামতরে দনি জমনিরে উপর ভালমন্দ যা আমল করা হয়ছেে জমনি সটো বলে দবিে।

এর হকেমত সম্পর্কে অন্য একটি অভমিত হচ্ছে উভয় রাস্তায় ইসলামরে নদির্শনকে জাহরি করা।

আরকেটি অভমিত হচ্ছে- আল্লাহ্র যকিরিকে ফুটয়িে তোলা।

আরকেটি অভমিত হচ্ছে- মুনাফকি ও ইহুদীদরেকে ক্ষপেয়িে তোলা এবং তাঁর সাথে কত বশেি মানুষ রয়ছেে সটো তাদরে কাছে তুলে ধরা।

আরকেটি অভমিত হচ্ছে- যাতে করে তনিি মানুষকে ফতোয়া জানানো, তালমি দওেয়া, অনুসরণ করা মানুষরে ইত্যাদি প্রয়োজন পূরণ করতে পারনে কংিবা অভাবীদরেকে সদকা করতে পারনে কংিবা আত্মীয়স্বজনরে সাথে দখোসাক্ষাৎ করতে পারনে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।